যুগান্তর

তারিখ 6 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৩

দখল নিয়ে সংঘর্ষ

চট্টগ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পুলিশের বিশেষ নজরদারি

অনিন্দ্য টিটো, চট্টগ্রাম ব্যুরো

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় দখল-বেদখল নিয়ে সংঘর্ষ এড়াতে বিশেষ সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করেছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি)। এ লক্ষ্যে নগরীর নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় বাড়ানো হয়েছে গোয়েন্দা নজরদারি। বহিরাগতদের প্রবেশ ছাত্রাবাসে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। ছাত্রাবাসে অছাত্রদের অবস্থান রোধে চালানো হবে কঠিকা তল্লাশি। শনিবার চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল-শিবির কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের পর পুলিশ এ সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করেছে।

সূত্র জানায়, ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পরপরই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দখল-বেদখল নিয়ে ছাত্র সংগঠন নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। নির্বাচনোত্তর এ পরিস্থিতি রোধে পুলিশ সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করেছে। সংঘর্ষ রোধে নগরীর নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাড়ানো হয়েছে গোয়েন্দা নজরদারি। এসব প্রতিষ্ঠানে বহিরাগতদের প্রবেশ রোধ করতে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিশেষ করে ছাত্রাবাসগুলোতে যাতে অছাত্ররা অবস্থান করতে না পারে সে ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশপাশে বাড়ানো হয়েছে পুলিশের টহল। করা হচ্ছে সার্বক্ষণিক মনিটরিং। শনিবারের সংঘর্ষের পর চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ক্যাম্পাসকে রাখা হয় কড়া নজরদারিতে। ইন্সটিটিউটের ২টি ছাত্রাবাসে অছাত্রদের অবস্থান রোধে চালানো হয়েছে তল্লাশি। একইভাবে অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্রাবাসগুলোতে কঠিকা তল্লাশিও চালানো হবে বলে পুলিশ সূত্র জানিয়েছে। এ প্রসঙ্গে এসি (কোতোয়ালি জোন) মোঃ বাবুল আক্তার যুগান্তরকে জানান, 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় সব ধরনের বিশৃংখলা রোধে প্রস্তুত পুলিশ। বহিরাগতরা যাতে ক্যাম্পাসে বিশেষ করে ছাত্রাবাসে প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে গোয়েন্দা নজরদারি।'

সূত্র জানায়, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রলীগকে বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করে শিবির। দখল করে নেয়

নজরদারি : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

নজরদারি : চট্টগ্রামে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি ছাত্রনিবাস ও ৩টি ছাত্রীনিবাস। এ সময় ছাত্রদলের সাংগঠনিক কার্যক্রম ছিল কার্যত শিবিরের বগলবন্দি। ক্যাম্পাস সীমানায় ঘেঁষতে পারেনি ছাত্রলীগ। শিবির নেতাকর্মীরাই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হলে সিট বরাদ্দ পেত। মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সাধারণ ছাত্ররা সিট পেলেও শিবিরকে বায়তুলমালের নামে দিতে হতো মাসিক বিভিন্ন অংকের চাঁদা। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর বৃহস্পতিবার চবি ক্যাম্পাসে প্রথম ছাত্রলীগ প্রকাশ্যে মিছিল করে নিজেদের উপস্থিতি স্পষ্ট করেছে।

অন্যদিকে ৮০-এর দশকের শুরু থেকে ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম কলেজ এবং চট্টগ্রাম মুহসীন কলেজে শিবিরের একক দখলদারিত্ব চলছে। তিন দশক চট্টগ্রাম কলেজের শহীদ মিনার ও পাঠাগার ছিল গুরুত্বহীন। এমনকি জাতীয় দিবসগুলোতেও শহীদ মিনার পড়ে থাকত ফুলহীন। অথচ ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ মিনার ও শহীদ স্মৃতি পাঠাগার স্থাপন করা হয় এ কলেজেই। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি ছাত্র সংসদ নির্বাচন। পাশের মুহসীন কলেজেও একই অবস্থা কায়েম করে শিবির। দীর্ঘদিন ধরে নামিদামি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ প্রকাশ্যে রাজনীতি করতে পারেনি। ছাত্রলীগ নেতারা বলছেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কোন ছাত্র সংগঠনের একক তালুক নয়। সব ছাত্র সংগঠনের সহাবস্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গণতান্ত্রিক ধারা প্রতিষ্ঠিত হোক এটাই তারা চান। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে করণীয়টুকু তারা করবেন। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা বা প্রতিশোধমূলক আচরণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য স্থানীয় নেতাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।